হুমায়ূন আহমেদ এবার র‍্যাবের মাথাব্যথা

হারুন উর রশীদ

র‍্যাবের নজর কেড়েছে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের নতুন উপন্যাস 'হলুদ হিমু কালো র‍্যাব'। শনিবার র‍্যাব সদর দফতরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের সঙ্গে র‍্যাবের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বৈঠকে উপন্যাসটি আলোচনায় এসেছে। র‍্যাবের মহাপরিচালক আবদুল আজিজ সরকার সমকালকে জানান, বইটি জনমনে কী প্রতিক্রি য়ার সৃষ্টি করছে তা আমরা লক্ষ্য করছি। বৈঠক সূত্র জানায়, র‍্যাব সম্পর্কে 'আপত্তিকর' অংশসহ অন্যান্য যে বক্তব্য বইয়ে রয়েছে সে ব্যাপারে একটি রিপোর্ট শনিবারের বৈঠকে পেশ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে বইয়ের একটি কপি র‍্যাবের পক্ষ থেকে পড়তে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, যে কারোর লেখার যেমন স্বাধীনতা আছে, তেমনি তা নিয়ে আলোচনার স্বাধীনতাও আমাদের আছে। তবে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা প্রশ্ন করলে তিনি জবাব এড়িয়ে জনমনে প্রতিক্রি য়া লক্ষ্য করার বিষয়টিই পুনরুল্লেখ করেন। লেখক হুমায়ূন আহমেদ সমকালকে জানান, র‍্যাব সম্পর্কে তার বক্তব্য এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন, র‍্যাব যা কিছু করবে তাই মেনে নিতে হবে– এমন কোনো কথা নেই। শনিবার 'হলুদ হিমু কালো র‍্যাব' উপন্যাস সম্পর্কে যে রিপোর্ট বৈঠকে পেশ করা হয়েছে, তাতে র‍্যাব সম্পর্কে উপন্যাসে লেখা চুম্বক অংশ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে, 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো র‍্যাব এলো দেশে, সন্ত্রাসীরা ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।' ... 'ত্র সফায়ার বাংলাদেশের জন্য মহৌষধ। যারা ত্র সফায়ারের বিপক্ষে কথা বলবে তাদেরও ত্র সফায়ারের আওতায় আনা উচিত।' ... 'একটি বিশেষ দিনে বাংলাদেশে র‍্যাব দিবস পালিত হবে। সেদিন সবাই কালো পোশাক পরবে। আর্ট কলেজ থেকে একটি র‍্যালি বের হবে। প্রেস ক্লাবে থামবে। সবার হাতে থাকবে নানা ধরনের অস্ত্রের মডেল।' ... 'র‍্যাব সঙ্গীত বলে সঙ্গীত থাকবে। ত্র সফায়ারের যে কোনো খবর রেডিও টেলিভিশনে প্রচারের পরপর র‍্যাব সঙ্গীত বাজানো হবে। সঙ্গীতের কথা এরকম হতে পারে– 'আমার কৃষ্ণ র‍্যাব, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার অস্ত্র তোমার বুলেট আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।' ... 'র‍্যাব ভাইদের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকা থাকবে। কালো নিউজপ্রিন্টের ওপর লাল লেখা। পত্রিকার নাম হতে পারে দৈনিক র‍্যাব।' ... 'আদালত অবমাননা আইনের মতো র‍্যাব অবমাননা আইন বলে একটি আইন জাতীয় পরিষদে পাস করতে হবে। এই আইনে র‍্যাবের সমালোচনা করে কেউ কিছু বললেই তার সাজা হয়ে যাবে।' উপন্যাসে ত্র সফায়ার নিয়েও আলাদা চ্যাপ্টার রয়েছে। তার শুরু এভাবে, 'আজকের খবরের কাগজের প্রধান খবর– শীর্ষ সন্ত্রাসী মুরগি সাদেক ত্র সফায়ারে নিহত।...' র‍্যাব সদর দফতরের বৈঠক সূত্র জানায়, তারা আলোচনায় মতামত প্রকাশ করেছেন যে, হুমায়ূন আহমেদ বইয়ের কাটতি বাড়ানোর জন্য র‍্যাবের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসে র‍্যাবের কিছু ভালো দিকের উল্লেখ করা হলেও কৌশলে ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছে। এই উপন্যাসের প্রকাশক অন্যপ্রকাশের কর্ণধার মাযহারুল ইসলাম বলেন, কাটতি বাড়ানোর জন্য নয়, সমকালীন প্রেক্ষাপটেই র‍্যাব নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ উপন্যাস লিখেছেন। হুমায়ূন আহমেদকে বইয়ের কাটতি বাড়ানোর জন্য র‍্যাবকে ব্যবহার করতে হয় না। এ ব্যাপারে হুমায়ূন আহমেদ বলেন, উপন্যাসটি প্রহসনধর্মী। এর মাধ্যমে র‍্যাব সম্পর্কে আমার অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। বইয়ের কাটতি বাড়ানো বা জনপ্রিয়তা এখানে কোনো বিষয় নয়। র‍্যাব সূত্র জানায়, সাধারণ মানুষের প্রতিক্রি য়া লক্ষ্য করার জন্য র‍্যাবের একজন পরিচালককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে 'হলুদ হিমু কালো র‍্যাব' নিয়ে র‍্যাব সদর দফতরে আরো একটি রিপোর্ট দেবেন।

দৈনিক সমকালে প্রকাশিত (ফেব্রুয়ারী ১২, ২০০৬)